بسم الله الرحمن الرحيم

লণ্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯শে নভেম্বর, ২০০৪ মোতাবেক ১৯শে নবুয়্যত, ১৩৮৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

ইসলাম আমাদেরকে (অর্থাৎ, মুসলমানদেরকে) পরস্পর মিলেমিশে থাকার ও সমাজে পরস্পরের প্রতি উন্নত নৈতিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের প্রতি অনেক গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্নভাবে এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, নিজের মাঝে উন্নত নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি কর; পরস্পর ভালোবাসা ও প্রীতিপূর্ণ (অবস্থায়) বসবাস করো; পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করো। যেহেতু মানুষের দ্বারা ভুল-ত্রুটি ও আলসেমি হতেই থাকে– তাই নিজের সঙ্গী-সাথী, নিজের ভাইদের, প্রতিবেশীদের অথবা সমাজের লোকদের ছিদ্রান্বেষণের উদ্দেশ্যে সদা ওঁত পেতে থেকো না। অন্যের ভুল ধরার এবং তা (মানুষকে) বলে বেড়ানোর জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করবে না। এটি একেবারেই বৃথা ও অনৈতিক কাজ। এমন ছিদ্রান্বেষী বা ছিদ্রান্বেষণে আগ্রহী ব্যক্তিরা সাধারণত কোন ভুল-ত্রুটি ধরে যার ভুল ধরেছে তাকে ব্ল্যাকমেইল বা হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করে। তাকে দিয়ে কোন কাজ আদায় করার চেষ্টা করে; স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে আর ব্যক্তি পর্যায় থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও এমন অপকর্ম করা হয়। এ জন্য উন্নত মানের হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়। আর এভাবে কোন কোন মানুষকে তাদের নিজেদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ যখন দেশীয় পর্যায়ে এমন কাজ করা হয়।

এরপর ব্যক্তিগতভাবে কারও কারও জ্ঞাতিগোষ্ঠির মধ্যে পরস্পরের দুর্বলতা খুঁজে বের করার প্রবণতা থাকে যাতে তাদের দুর্নাম করা যায়। কোন কোন উৎপীড়ক তো এমনভাবেই কারও কারও দুর্বলতা খুঁজে বের করে অথবা দোষ না থাকলেও (কুৎসা) রটনা করে মেয়েদের সম্বন্ধ বা বিয়েশাদী ভাঙ্গতেও কুণ্ঠাবোধ করে না; এথেকেও বিরত হয় না। কখনো কখনো দ্বিতীয় পক্ষকে (অর্থাৎ) যেখানে বিয়ের কথাবার্তা চলছে সেখানে গিয়ে এমন আজেবাজে কথা বলে আসে যে, তারা (অপরপক্ষ) আত্মীয়তা করবে কি না– তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। এর নেপথ্যে একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, কীভাবে মেয়েপক্ষকে কষ্টে ফেলা যায়। কেউ কেউ আবার নিতান্তই অভ্যাসবসে উপভোগের খাতিরে রসিকতাচ্ছলে কারও দুর্বলতা খুঁড়ে বের করতে থাকে। আর বর্তমান সমাজে এই কষ্টদায়ক প্রবণতা একটু বেশিই পরিলক্ষিত হচ্ছে। সম্ভবত পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয়ে যাওয়ার কারণে এমনটি হচ্ছে। যাহোক, বিশেষ কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বা কারও দুর্নাম করতে অথবা উপভোগের খাতিরে অন্যের দুর্বলতা এবং ভুল-ত্রুটি নিয়ে মাতামাতি করা হয় বরং অনেক সময় এমন অবস্থা সৃষ্টি

করা হয় যাতে কারও দ্বারা কোন ভুল হয়ে যায় তারপর একে পূঁজি করে যেন স্বার্থসিদ্ধি করা যায়। যেমনটি আমি বলেছি, এমন ক্ষেত্রে ইসলাম তার অনুসারীদের শুধু একথাই বলে যে, এ জাতীয় নিরর্থক ও বাজে কাজকর্ম থেকে বিরত থাকো। আর বর্তমান যুগে ইসলামের সত্যিকার আদর্শ প্রদর্শনকারী কেউ যদি থেকে থাকে বা থাকা উচিত তবে সে হলো, (একজন) আহমদী। কাজেই, প্রত্যেক আহমদীর আবশ্যিক কর্তব্য হলো, কারও দোষ-ত্রুটি বা ভুল-ত্রুটি সন্ধান করা তো দূরের কথা– যদি কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবেও কারও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জ্ঞাত হয় তবে তাও গোপন রাখা আবশ্যক। কেননা, সবারই আত্মসম্মান আছে; এদিকে খেয়াল রাখা উচিত। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃত অর্থেই যদি কোনও দোষ থাকে তবে তা প্রকাশ করার ফলে **একেতো** (এটি) তার জন্য দুর্নামের কারণ হবে **দ্বিতীয়তঃ** যখন ধীরে ধীরে মন্দের চর্চা আরম্ভ হয় তখন তাদের মাঝেও এই মন্দকর্মের চেতনা লোপ পায়। আর সমাজের অন্যান্য মানুষও ক্রমান্বয়ে এই মন্দকর্মে জড়িয়ে পরে। তাই আমাদের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ হলো, সমাজে বিশৃঙ্খলা বা বিপর্যয় বয়ে আনতে পারে অথবা তা সৃষ্টির কারণ হতে পারে এমন বিষয় প্রচার করবে না; তা ছড়িয়ে বেড়াবে না। দোয়া কর এবং এসব মন্দকর্ম থেকে দূরে থাকো। আর যদি কারও প্রতি সহানুভূতি থাকে তবে (তার জন্য) দোয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে (তাকে) বুঝিয়ে এই মন্দকর্ম দূর করার চেষ্টা করাই সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। কেবল এমন পরিস্থিতি ছাড়া যেখানে জামা'তের সংবাদ বা জামা'তের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনলে, জামাতের ক্ষতির আশংকা করলে অথবা যেমনটি আমি বললাম, এমন কোন বিষয় জানতে পারলে যাতে জামাতের ক্ষতি হওয়ার শঙ্কা আছে; তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অথবা আমাকে একথা জানানো যেতে পারে। তারপরও যত্রতত্র কথা বলার কারও কোন অধিকার নেই এবং প্রয়োজনও নেই। এরফলে মন্দের প্রসার ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, এমন (দোষে) দুষ্ট ব্যক্তির সংশোধনের চেষ্টা সফল না হলে কিংবা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে, অসত্য বর্ণনা দিয়ে সাময়িকভাবে নিজের প্রাণ বাঁচালেও যারা স্বভাবজ দুর্বল তারাও কখনো কখনো এমন কাজ করে বসবে; নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করতে থাকবে। কেননা, তাদের মাথায়ও এটি থাকে যে, অমুক ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি ধরে সেই কর্মকর্তা বা সেই ব্যক্তি (আহামরি) কি এমন করে ফেলেছে যে (এখন) আমাদের বিরুদ্ধে করবে। সেই ব্যক্তির কী এমন ক্ষতি হয়েছে! (এখন) উপভোগের জন্য কিছু কথা নেই বাকীটা পরে দেখা যাবে। এ জাতীয় কথাবার্তা মন্দের প্রসার ঘটায়, পর্দা অপসারিত হয়ে যায়।

যাহোক, এটি তো এমন মানুষের চিন্তাভাবনার দোষ, তাক্বওয়ার ঘাটতি; কিন্তু কেউ যদি ব্যবস্থাপনা পরিপন্থী কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে তার আবশ্যিক কর্তব্য হলো, সে যেন তা কেবল জামাতের ব্যবস্থাপনাকেই অবগত করে এবং যত্রতত্র বলে না বেড়ায়। কেননা, কোন কোন সময় শ্রবণকারীও শুনতে ভুল করে। কখনো কখনো বক্তা জামাতের প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষণিকের উত্তেজনায় এমন কোন কথা বলে ফেলে যে কারণে পরবর্তীতে সেও লজ্জিত হয়, তাই একবার শোনামাত্রই সেকথা বলে বেড়ানো আরও লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কখনো কখনো কেউ

হয়তো যথার্থ শব্দ চয়ন না করার কারণে এই বিষয়টির ভয়ানক চিত্র দৃশ্যপটে আসতে থাকে। যাহোক, এমন কোন দুর্বলতা (দৃষ্টিগোচর) হলে হয় তাকে আলাদাভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে নয়তো জামা'তের কর্মকর্তাকে বলতে হবে যে, আমি এমন কথা শুনেছি, আপনি যাচাই করে দেখুন। কিন্তু কারও কোন ধরণের কথা কখনো ছড়ানো উচিত নয় যাতে কারও মানহানি হতে পারে। হতে পারে কোন এক সময় একই ভুল আপনার দ্বারাই হতে পারে এরপর তা এভাবেই (মানুষের মধ্যে) চর্চা হতে আরম্ভ করে। দুর্নাম হলে কতটা কষ্ট হয়। প্রত্যেককে এই চেতনায় সমৃদ্ধ থেকে কারও সম্পর্কে কথা বলা উচিত।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"ইসলাম যে খোদাকে উপস্থাপন করেছে আর মুসলমানরা যে খোদাকে মেনেছে তিনি রহীম (দয়ালু), করীম (করুণাময়), হালীম (সহিষ্ণু), তওয়াব (তওবা গ্রহণকারী) এবং গাফ্ফার (ক্ষমাশীল)। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে তওবা করে আল্লাহ্ তা'লা তার তওবা কবুল করেন আর তার পাপ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পৃথিবীতে আপন ভাই-ই হোক আর অন্য কোন নিকটাত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন একবার কোন অপরাধ দেখলে সেই ব্যক্তি ঐ মন্দকর্ম থেকে বিরত হলেও তাকে দোষীই জ্ঞান করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কত কৃপালু! মানুষ হাজারো দোষত্রুটি করে প্রত্যাবর্তন করলেও তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। পৃথিবীতে নবী-রসূল (যারা আল্লাহ্ তা'লার রঙে রঙ্গীন) ছাড়া এমন কোন মানুষ নেই যে, এত বেশি গোপনীয়তা রক্ষা করে বরং সামগ্রীক অবস্থা হলো এমন যে সম্পর্কে সাদী বলেন, "খোদা দানদ বাপোশদ ওয়া হামসায়া নাদানদ ওয়া বাখোরশদ" অর্থাৎ, "খোদা তা'লা ভালোভাবে জেনেও ঢেকে রাখেন অথচ পাড়া-পরশি সামান্য জেনেও তা বলে বেড়ায়।"**

তিনি বলেন, **"অতএব, অভিনিবেশ করো যে; তাঁর কৃপা ও দয়ায় বৈশিষ্ট্য কত মহান। এটি একেবারেই সত্য কথা, তিনি হিসেব নেওয়া শুরু করলে সব কিছু ধ্বংস করে দিবেন। কিন্তু তাঁর করুণা ও দয়া অত্যন্ত ব্যাপক এবং তাঁর ক্রোধের ওপরে প্রভাব বিস্তারী।"** (মলফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৭-১৩৮, আল্ হাকাম, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৪)

কাজেই, লক্ষ্য করুন! তিনি (আ.) অন্যদের (ভুল-ত্রুটি) গোপন রাখার প্রতি কীভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা করুণাময় আর এই দয়ার বৈশিষ্ট্যের কারণে নিজ বান্দাদের ক্ষমা করেন। তিনি পরম দয়ালু, পরম দাতা; সহিষ্ণু, তওবা গ্রহণকারী; তাই বান্দারা কি জানে যে কার সাথে আল্লাহ্ তা'লা কি ব্যবহার করবেন। যেমনটি আমি বলেছি, তিনি (আ.) সাদীর উক্তি চয়ন করেছেন; আল্লাহ্ তা'লা বান্দার বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি জানা সত্ত্বেও তা গোপন রাখেন আর পাড়া-পরশি যাদের হয়তো পুরো ঘটনাও জানা নেই (তারা) কোন একটি বিষয় বা একটি কথা বা বাক্য নিয়ে, কখনো কখনো একটি শব্দ নিয়েই কারো দুর্নাম রটনা করার জন্য হৈচৈ আরম্ভ করে যার কোন ইয়ত্তা নেই। তাই, সবাইকে এস্তেগফার করতে থাকা উচিত। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা যদি হিসাব গ্রহণ করতে

আরম্ভ করেন, তাই তিনি (আ.) বলেছেন; তাহলে সম্ভবত সবাই এখানেই ধৃত হয়ে কিন্তু তাঁর দয়া ও করুণার গুণেই আমরা সবাই এখন পর্যন্ত বেঁচে আছি।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) কানে কানে এবং ফিসফিস করার মতো করে বলেন, **"তোমাদের মাঝে একজন তার প্রভু-প্রতিপালকের নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে। এমনকি তিনি তাঁর করুণার ছায়া তার ওপর বিস্তার করবেন। এরপর বলবেন, তুমি অমুক অমুক কাজ করেছিলে? সে বলবে, জ্বি আমার প্রভু! তারপর বলবেন, অমুক অমুক কাজও করেছিলে? সে স্বীকার করবে। তখন আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, আমি ইহকালে তোমার দুর্বলতা গোপন করেছি আজ কিয়ামত দিবসেও গোপন রাখছি এবং সেগুলো ক্ষমা করছি।"** (বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাব সাতরুল মু'মিনী আলা নাফসিহী)
(এটি মূলত পূর্বোক্ত হাদীসটিরই ব্যাখ্যা)

এরপর আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত ইবনে উমর রাযিআল্লাহ্ আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন; **"মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি অত্যাচার করে না আর তাকে একাকী অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে তৎপর, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রয়োজন পূরণ করতে থাকেন। আর যে কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করে, আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে (তার) বিপদাপদ থেকে একটি বিপদ কমিয়ে দিবেন আর যে কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামতের দিনে তার দোষ-ত্রুটিও গোপন রাখবেন।"** (রিয়াযুস সালেহীন, বাব ফী কাযায়ে হাওয়াইজিল মুসলিমীন)

কাজেই লক্ষ্য করুন! এটি আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারী (বা দুর্বলতা ঢেকে রাখার) বৈশিষ্ট্য যার দরুণ পাপ ক্ষমা করা হয়। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, **যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভাইয়ের সহযোগিতায় তৎপর থাকবে, চেষ্টা করতে থাকবে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তার সাহায্য করতে থাকবেন।** এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে কিন্তু এতে একটি সতর্কবার্তাও রয়েছে, যারা গোপনীয়তা রক্ষা করে না তাদেরকে ভীতিও প্রদর্শন করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, **"যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন এবং গোপনীয়তা রক্ষা করেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়, আল্লাহ্ তা'লা তার দোষ-ত্রুটি ও নগ্নতা এভাবে প্রকাশ করবেন যে, তাকে তার পরিবারেই লাঞ্ছিত করবেন।"** (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল হুদুদ, বাবুস সাতরু আলাল মু'মিনি দাফউল হুদূদ...)

অতএব, দেখুন! কত জোরালো সতর্কবাণী। দুর্বলতা তো সবার মাঝেই বিদ্যমান। তাই, আল্লাহ্ তা'লা যখন নগ্নতা প্রকাশ করে লাঞ্ছিত করতে আরম্ভ করেন তখন মানুষের ঠাঁই নেয়ার কোন আশ্রয় থাকে না; থাকবে না কোন আশ্রয়স্থল। কাজেই, সর্বদা অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখার পরিবর্তে প্রত্যেককে নিজের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

এরপর অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"কোন বান্দা অন্যের গোপনীয়তা রক্ষা করলে আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে তার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।"** **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল বির্‌র ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, বাব বাশারাতিম মিনাস সিত্রিরাল্লাহি লাহু)**

অর্থাৎ, গোপনীয়তা (রক্ষাকারীকে) আল্লাহ্ তা'লা বিনা প্রতিদানে ফিরিয়ে দিবেন না আর কিয়ামতের দিন এর প্রতিদান দিবেন। মন্দ প্রকাশের মাধ্যমে নোংরামির প্রসার ও সমাজকে এর গ্রাসে পরিণত করার আশংকা থাকে, যেমনটি আমি পূর্বে বলেছি। তাই মন্দকর্ম প্রকাশ করা উচিত নয়, এতে মন্দের বিস্তার ঘটে। আর অভিজ্ঞতা বলে, দেখাদেখি অনেক নোংরামির বিস্তার ঘটে। আর এ সম্পর্কেই মহানবী (সা.) আমাদেরকে জোরালো উপদেশ দিয়েছেন।

তিনি (সা.) বলেন, **"তুমি যদি মানুষের দুর্বলতা সন্ধান করতে আরম্ভ কর তাহলে তুমি তাদের বিপথগামী করবে অথবা তাদের মাঝে বিকৃতির পথ উন্মুক্ত করে দিবে।"** **(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব মা ফীন্ নাহা 'আনিত্ তাজাস্সুস)**

কারো দুর্বলতার পিছনে লেগে তা নিয়ে হৈচৈ করার, জনসম্মুখে প্রকাশ করার এবং তা বিস্তৃত করার লক্ষ্য থাকে অথবা যখনই কোন মন্দের প্রসার ঘটানো হয় তখনই (সমাজে) বিকৃতি দেখা দেয়। এখানে যারা গুপ্তচরবৃত্তি করে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়ায় অথবা তাদের দোষ-ত্রুটি এবং দুর্বলতাকে প্রচার করে বেড়ায় তাদেরকে (এটি) বুঝানো হয়েছে, তোমরা ভেবো না যে; এভাবে তোমরা হয়ত কোন সংশোধনমূলক কাজ করছ বরং (মানুষের মধ্যে) মনোমালিন্য সৃষ্টি করছ। পৃথিবীতে বিভিন্ন স্বভাব বা প্রকৃতির মানুষ রয়েছে। যাদের মন্দকর্ম প্রকাশ পেয়ে যায় তারা কখনো কখনো নিজের বিরুদ্ধে কথা শুনে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আরো বেপরোয়া হয়ে অপকর্ম করতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ এখন তো সবাই জেনেই গিয়েছে; যে চক্ষুলজ্জা ছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছে। কাজেই, এর ফলে সংশোধনের সুযোগটি একেবারেই শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ যদি কারও মধ্যে দোষ-ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকে তবে কোন কোন কর্মকর্তারও (তাদের সম্পর্কে) কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কোন কর্মকর্তা বা তার কোন নিকটাত্মীয়ের পক্ষ থেকে বা তার বরাতে কারও কোন কথা প্রকাশ পেলে (জামাতের) ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধেও প্রতিক্রিয়া দেখানো আরম্ভ হয়ে যায়। তাই বলেছেন, অতএব এর দায়িত্ব গোপনীয়তা ভঙ্গকারীর ওপরে বর্তায়। সেই ব্যক্তির ওপরে বর্তায় যে এসব কথা ফাঁস করেছে আর গোপনীয়তা ভঙ্গকরা সম্পর্কে কি সতর্কবার্তা (রয়েছে) তা তো আপনারা পূর্বের হাদীসেই শুনেছেন।

অভিজ্ঞতার আলোকে এটি প্রমাণিত যে, একটি মন্দকর্ম প্রকাশ পেয়ে গেলে এর আর গুরুত্ব থাকে না আর ধীরে ধীরে যদি এভাবে মন্দকর্ম প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে তাহলে সমাজে মন্দের কোন গুরুত্বই থাকে না। যেমনটি আমি বলেছি, একবার চক্ষুলজ্জা চলে গেলে মন্দের চেতনাই আর বাকি

থাকে না। উদাহরণস্বরূপ এখানেই দেখুন! বর্তমানে টেলিভিশনে যেসব চলচ্চিত্র এবং নাটক দেখানো হয় আর যখন থেকে হত্যা-খুন, অপহরণ, নেশা ও মাদকনির্ভর গল্প নিয়ে নাটকের প্রচলন হয়েছে তখন থেকেই এসব মন্দকর্ম বেশি ছড়িয়ে পড়েছে। আর টেলিভিশন ইত্যাদি এবং প্রচার মাধ্যম এগুলো প্রসারের ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছে। নিজেদের পক্ষ থেকে সংশোধনমূলক নাটক বানায় আর শেষটায় দেখায় যে, অপরাধী ধরা পড়েছে কিন্তু এর পরিশেষে সংশোধনের বিষয়টি কেউ বুঝে কিনা তা আদৌ জানি না, তবে নোংরামী অবশ্যই ছড়িয়ে পড়ে। টেলিভিশনে এসব নাটক দেখে দেখেই শিশু-কিশোরদের চিন্তা-ভাবনা বিকৃত হয়ে যায়। আর যখন বড় হয় এবং যৌবনে পা রাখে তখন দরিদ্র দেশগুলোতে প্রয়োজনের তাগিদে এবং ধনী দেশগুলোতে বিনোদনের লক্ষ্যে সেসব কাজ করতে আরম্ভ হয়ে যায়। এরপর লক্ষ্য করুন! এখানে পাশ্চাত্যের সমাজে স্বাধীনতার নামে অনেক অশ্লীলতা এবং নোংরামী সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি (সা.) যে বলেছিলেন, এসব মন্দকর্ম প্রকাশের ফলে তোমরা আরো বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। যেমনটি আমি বলেছি, বর্তমানে যদি পর্যালোচনা করা হয় (তাহলে) এসব মন্দকর্ম প্রচারের কারণেই এসব নোংরামীর সৃষ্টি হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরও এসব মন্দকর্ম থেকে নিরাপদ রাখুন।

এরপর একটি বর্ণনায় এসেছে মহানবী (সা.) বলেন, **"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা লজ্জা-সম্ভ্রম এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা পছন্দ করেন।"** **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২২৪)**

লক্ষ্য করুন! এটিও পূর্বের হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য রাখে অর্থাৎ, আজ যদি এই অশ্লীলতা বিরাজমান থাকে। মিডিয়া যে অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে, লজ্জাবোধ এবং গোপনীয়তা রক্ষার বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠলে অর্ধেকের চেয়ে বেশি মন্দকর্ম, বিকৃতি এবং পারিবারিক কলহ ও অপরাধ দূর হয়ে যাবে আর সমাজের নোংরামি ও পাপাচার শেষ হয়ে যাবে। কেননা, পত্র-পত্রিকা আর টেলিভিশন লজ্জাবোধের চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। পার্কে একেবারে প্রকাশ্যে অনৈতিক কাজকর্ম করা হয় আর এসব কিছু (মূলত) লজ্জাবোধের অভাবেই ঘটছে। পাশ্চাত্যে শালীনতা এবং লজ্জাবোধের মান একেবারে বদলে গেছে। অতএব, এদিক সেদিক না তাকিয়ে, অন্যের দোষ-ত্রুটি সন্ধান করার পরিবর্তে আমাদেরকে নিজেদের জন্য এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা যেন এসব বিষয় থেকে (তাদের) নিরাপদ রাখেন।

তারপর একটি বর্ণনায় এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **ঐশীগ্রন্থে অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ আয়াত হলো {তিনি (সা.) "মা আসাবাকুম.." এই আয়াতটি পাঠ করেন} অর্থাৎ, তোমাদের যে কোন বিপদই আসুক না কেন এটি তোমাদের নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ। আর আল্লাহ্ তা'লা অনেক অপরাধই ক্ষমা করে দেন এবং উপেক্ষা করেন। আর "মা আসাবাকুম.." আয়াতের এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, শাস্তি এবং জাগতিক অন্যান্য বিপদাপদ যা মানুষের নিজস্ব ভুল-ভ্রান্তির ফলে নেমে আসে আর আল্লাহ্ তা'লার দয়ার বৈশিষ্ট্য তাকে পরকালে পুনরায় এসব ভুলের কারণে জন্য পাকড়াও করা**

থেকে বিরত রাখবে। আর তিনি যেসব অপরাধ এই পৃথিবীতে ক্ষমা করে দিয়েছেন আর কোন প্রকার শাস্তি দেন নি, তাঁর সহিষ্ণুতার (বৈশিষ্ট্য) ক্ষমা এবং উপেক্ষা করার পর পুনরায় পাকড়াও করার ক্ষেত্রে বাঁধ সাধবে। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮৫)**

এসব হাদীস থেকে বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমা এবং মার্জনার ব্যবহার ফুটে ওঠে। তাই আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের গোপনীয়তা প্রকাশ করে বেড়ানোর কারও কোন অধিকার নেই বরং অন্যদের জন্য এবং নিজেদের জন্যও দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবহার করতে থাকেন।

আর এজন্য মহানবী (সা.) আমাদেরকে দোয়াও শিখিয়েছেন। এই (দোয়ার) অনুবাদ হলো, **"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে ইহ ও পরকালে ক্ষমার ভিখারী। হে প্রভু! আমি তোমার সমীপে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক, ধন-সম্পদ এবং পারিবারিক বিষয়ে ক্ষমা ও মার্জনা ভিখারী। হে আল্লাহ্! আমার সকল দুর্বলতা ঢেকে রাখ আর আমাকে আমার ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান কর। হে আল্লাহ্! (আমার) সম্মুখে-পেছনে, আমার ডান-বাম এবং উপর থেকে আমার সুরক্ষা কর। আর আমি তোমার মাহাত্ম্যের আশ্রয় প্রার্থনা করছি যাতে আমি নিচ থেকে কোন গোপন বিপদের শিকার না হয়ে যাই।"** **(আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, মা ইয়াকূলু ইযা আসবাহা)**

এক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কী আদর্শ ছিল এবং তাঁর হৃদয়ের অবস্থা কীরূপ ছিল তা আমি তুলে ধরছি। তিনি (আ.) বলেন, "আদালতে হত্যা মামলায় আমার একজন বিরুদ্ধবাদী সাক্ষীর মর্যাদা হেয় করার মানসে (অর্থাৎ, তার দম্ভ চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে) আমাদের আইনজীবী তার মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইলে আমি বাধা দেই এবং বলি, এমন প্রশ্ন করবে না যার যথাযথ উত্তর সে দিতেই পারবে না আর আদৌ এমন কলঙ্ক লেপন করবে না যা থেকে তার মুক্তির কোন উপায় নেই। অথচ, তারাই আমার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে। মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করেছে। মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে আর হত্যা এবং কারাবন্দি করতে তারা সামান্যতম ত্রুটিও করে নি। আমার মান-সম্মানের প্রতি কত ধরণের আক্রমণই না করেছিল! এখন বল, আমার কিসের এমন ভয় ছিল যে, আমি আমার আইনজীবীকে এ জাতীয় জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বাধা দিয়েছিলাম? কেবল এতটুকু বিষয়ই ছিল যে, আমি এই কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি, কারও ওপর যেন এমনভাবে আক্রমণ করা না হয় যাতে তার মনে সত্যিকার অর্থেই কষ্ট লাগে এবং তার মুক্তির কোন উপায় না থাকে। {অর্থাৎ, তার বাঁচার কোন পথই থাকে না। তিনি (আ.) যখন একথা বলছিলেন তখন সেখানে উপবিষ্ট জনৈক ব্যক্তি নিবেদন করেন,} হুযূর, আমার হৃদয় তো এখনো অসন্তুষ্ট। {অর্থাৎ, এসব প্রশ্ন কেন করেনি, তা আমার ভালো লাগে নি; তাকে অপদস্ত করার উদ্দেশ্যে এসব প্রশ্ন করা উচিত ছিল। তখন তিনি (আ.) বলেন,} আমার হৃদয় এটা মেনে নিতে পারছিল না। {মনে হয় সে ভীষণ রেগে ছিল, তাই পুনরায় বলে, এই প্রশ্ন অবশ্যই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। উত্তরে তিনি (আ.) বলেন,} "আল্লাহ্ তা'লা

হৃদয়কে এভাবেই গড়েছেন, তাই বল আমি কি করব।" **(মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫৯, আল্ বদর, ৬ই মার্চ, ১৯০৩)**

আর তিনি (আ.) জামাতের প্রত্যেকের হৃদয়কে এমনই বানাতে চাইতেন। আর তিনি (আ.) আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন যা ইসলামের প্রকৃত চিত্র।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, আমার বিশ্বাস হলো, **"যে ব্যক্তি আমার সাথে বন্ধুত্বের অঙ্গীকার করে, এই অঙ্গীকারের প্রতি আমি এতটাই যত্নশীল যে, সেই ব্যক্তি যেমনই হোক আর যা কিছুই ঘটুক না কেন আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারি না। তবে হ্যাঁ, যদি সে স্বয়ং সম্পর্ক ছিন্ন করে তাহলে আমরা নিরুপায়। নতুবা আমাদের নীতি হলো, আমাদের বন্ধুবর্গের মাঝে কেউ যদি মদ পান করে এবং বাজারে পড়ে থাকে তাহলে আমরা নিন্দুকের নিন্দা ও তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় না করে তাকে তুলে নিয়ে আসব।"** তিনি (আ.) বলেন, **"বন্ধুত্বের সম্পর্ক অমূল্য রতন; একে হেলায় নষ্ট করা উচিত নয় আর বন্ধুদের পক্ষ থেকে যতই অপছন্দনীয় আচরণ প্রদর্শিত হোক না কেন সেক্ষেত্রে উপেক্ষা ও ধৈর্যের পথ অবলম্বন করা উচিত।"** (অর্থাৎ, তা উপেক্ষা করা উচিত ও মার্জনার দৃষ্টিতে দেখা উচিত) **(সীরাতে তাইয়্যেবা, পৃষ্ঠ : ৫৬)**

হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) এরপর একথাও বর্ণনা করেছেন, তিনি তার রেওয়ায়েতে লিখেছেন যে, এরপর তিনি (আ.) একথাও বলেছিলেন, **তার চেতনা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবো আর যখন সে সম্বিত ফিরে পেতে আরম্ভ করবে তখন তার কাছ থেকে উঠে চলে যাব যাতে সে আমাকে দেখে লজ্জিত না হয়। আর তিনি (আ.) জামাতকে এই উপদেশ দেন যে, জামাতের সদস্যরাও একটি পরিবারের মত। (তারা) তোমাদের ভাই, পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকো এবং পরস্পরের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখো।** **(সীরাতে তাইয়্যেবা, পৃষ্ঠাঃ ৫৬)**

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে কেউ একজন কারও দুর্বলতার উল্লেখ করে, তিনি (আ.) শুনতে পেয়ে সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন; **"আয়বুশে গুফতাঈ হুনরিশ নীয বগো"** অর্থাৎ, **তার দোষ-ত্রুটি এবং দুর্বলতার কথা তো বললে, তার গুণাবলিও যদি বর্ণনা করতে।** **(হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদিক সাহেব (রা.) রচিত যিকরে হাবীব, পৃষ্ঠা : ৫৭)**

(মানুষের) গুণাগুণের কথা বর্ণনা করলে পুণ্যের প্রসার ঘটে। কেউ (হয়ত) আর্থিক কুরবানী করেছে, কেউ হয়তো অন্য কোন ধরণের কুরবানী করেছে। এসব কুরবানীর উল্লেখ করলে অন্যদের মাঝেও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়, কিন্তু সমাজে যদি শুধুমাত্র মন্দ বিষয়ের চর্চাই হতে থাকে তাহলে মন্দ ছড়িয়ে পড়ে। যেমনটি আমি বলেছি, এতে সেই মান শেষ হয়ে যায়। পর্দা উঠে যায়। দ্বিতীয়তঃ কারো মন্দদিক বর্ণনা করে তার জন্য লজ্জা অথবা রাগের উপকরণ সৃষ্টি করতে থাকে, (আর) যদি গুণাবলী বর্ণনা করা হয় তাহলে এথেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। সমাজ অধিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায় এছাড়া অন্যের মন্দদিক বর্ণনা করে মানুষ স্বয়ং পাপাচারি সাব্যস্ত হয়, আর যদি শুধুমাত্র মানুষের ভালো

দিকগুলো এবং গুণাবলী বর্ণনা করা হয় তাহলে তা (অর্থাৎ, পাপাচার) থেকেও স্বয়ং নিজেকে নিরাপদ রাখে। মোটকথা, একটি গোপনীয়তা অনেক পুণ্যের জন্ম দেয়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **প্রকৃতপক্ষে খোদা তা'লা মানুষের দুর্বলতা ঢেকে রাখেন কেননা, তিনি সাত্তার** (অর্থাৎ, গোপনীয়তা রক্ষাকারী) **আর খোদা তা'লার এই সাত্তারী বৈশিষ্ট্যই অনেককে পুণ্যবান বানিয়ে রেখেছে নতুবা খোদা তা'লা সাত্তারী** (অর্থাৎ, দুর্বলতা ঢেকে) **না করলে মানুষের মাঝে কী কী নোংরামী লুক্কায়িত আছে তা প্রকাশ পেয়ে যাবে।**

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **"তাখাল্লুক বিআখলাকিল্লাহ্ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় যেসব উন্নত নৈতিকতা এবং বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যথাসম্ভব তার অনুসরণ করা এবং নিজেকে খোদা তা'লা রঙে রঙ্গীন হওয়ার চেষ্টা করাই হলো, একজন মানুষের ঈমানের উৎকর্ষতা। উদাহরণস্বরূপ, খোদা তা'লার মাঝে মার্জনার বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাই মানুষও যেন মার্জনা করে।** (একইভাবে খোদা তা'লার মাঝে) **দয়া, নম্রতা ও করুণার বৈশিষ্ট্য রয়েছে** (কাজেই) **মানুষও যেন মানুষের প্রতি দয়া, কোমলতা ও করুণা প্রদর্শন করে। খোদা তা'লা সাত্তার** (দোষ-ত্রুটি গোপনকারী)**, মানুষকেও সাত্তারী বৈশিষ্ট্য থেকে অংশ লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। আর নিজ ভাইদের দোষ-ত্রুটি ও পাপকর্ম ঢেকে রাখা উচিত।"**

দোষ-ত্রুটি, পাপাচার ও ভুল-ভ্রান্তি ঢেকে রাখা উচিত। **"কারও কারও বদভ্যাস হলো, অন্যের মন্দকর্ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলে যতক্ষণ পর্যন্ত তা ভালোভাবে রটিয়ে না বেড়ায় তাদের পেটের ভাত হজম হয় না।** তিনি (আ.) বলেন, **হাদীস শরীফে এসেছে, যে নিজ ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে খোদা তা'লা তার (দোষ-ত্রুটি) ঢেকে রাখেন। মানুষের উচিত ঔদ্ধত্যপরায়ণ না হওয়া, নির্লজ্জতা প্রদর্শন না করা, সৃষ্টির প্রতি দুর্ব্যবহার না করা বরং প্রীতিপূর্ণ এবং সদাচার করা।"** (মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬০৮-৬০৯। আল্ হাকাম, ১৮ই মে, ১৯০৮)

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **"কথা হলো; এখন জামাতের প্রাথমিক অবস্থা, কেউ কেউ দুর্বল, যেভাবে গুরুতর অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করে, (তেমনি) কতেকের মাঝে সামান্য শক্তি সঞ্চার হয়েছে। অতএব, কারও দুর্বলতা দেখলে তাকে গোপনে বুঝানো উচিত। (সে) যদি (তোমার উপদেশ) না মানে তাহলে তার জন্য দোয়া কর আর যদি উভয় ক্ষেত্রেই ফল না আসে তবে একে নিয়তির বিধান জ্ঞান করো। খোদা তা'লা যখন তাদের (এভাবেই) মেনে নিয়েছেন তাই কারও দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করে তোমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত নয়। হয়তো সে শুধরে যাবে। পুণ্যবান এবং দরবেশদের দ্বারাও কদাচিৎ ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় বরং লেখা আছে "আল্ কুতবু ক্বাদ ইয়াযনী" অর্থাৎ কুতুব বা দরবেশদের দ্বারাও ব্যভিচার হয়ে যায়। অনেক চোর এবং ব্যভিচারী অবশেষে দরবেশ ও পুণ্যবান হয়ে গিয়েছে। তড়িঘড়ি ও তাড়াহুড়ো করে কাউকে পরিত্যাগ করা আমাদের রীতি নয়। কারও সন্তান বখে গেলে সে তার সংশোধকল্পে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। একইভাবে নিজের কোন ভাইকে পরিত্যাগ করা উচিত নয় বরং তার সংশোধনের জন্য ষোলআনা চেষ্টা করা উচিত। (কারও) দোষ-**

ত্রুটি দেখে তা রটনা করা এবং অন্যের কাছে বলে বেড়ানো– এটি আদৌ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা নয়। বরং আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (সূরা আল্ বালাদ : ১৮) **অর্থাৎ, তারা ধৈর্য এবং দয়ায় মাধ্যমে উপদেশ প্রদান করে। অন্যের দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করে তাকে উপদেশ প্রদান এবং তার জন্য দোয়া করাই হলো মারহামা। দোয়াতে গভীর প্রভাব রয়েছে। আর সেই ব্যক্তির জন্য বড়ই পরিতাপ! যে একজনের দোষ-ত্রুটি একশ' বার বর্ণনা করে ঠিকই কিন্তু একবারও দোয়া করে না। কারও জন্য প্রথমে ন্যূনতম চল্লিশ দিন কেঁদে কেঁদে দোয়া করার পরই তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা যেতে পারে।" সাদী**র একটি বাণী লেখা আছে যে, **"খোদা দানদ বাপোশুদ ওয়া হামসায়া নাদনাদ ওয়া খরুশুদ"** অর্থাৎ, খোদা তা'লা তো জেনেশুনেও গোপন রাখেন অথচ প্রতিবেশী না জেনেই হৈচৈ করে বেড়ায়। খোদা তা'লার নাম সাত্তার। তোমাদের উচিত **"তাখাল্লাকূ বি আখলাকিল্লাহ্"**র (প্রতিবিম্ব) হওয়া। আমাদের উদ্দেশ্য এটি নয় যে, (তোমরা) দোষত্রুটি সমর্থক হও বরং এর প্রচার করো না এবং পরচর্চা করো না কেননা, ঐশীগ্রন্থে যেমনটি এসেছে, এর প্রচার এবং পরচর্চা করা হচ্ছে পাপ। তিনি (আ.) (একটি) ঘটনা বর্ণনা করেন। "শেখ সাদীর দু'জন শিষ্য ছিল। তাদের একজন **হাকায়েক** ও **মা'য়ারেফ** (অর্থাৎ, গূঢ়তত্ত্ব ও মর্মকথা) বর্ণনা করতো; বেশি যোগ্য ছিল; সে ভালো বুঝতে পারতো কিন্তু অপরজন ততটা ভালো বুঝত না। তাই সে, অর্থাৎ দ্বিতীয়জন মনে মনে জ্বলতো। অবশেষে প্রথম জন সাদীকে বললো, আমি যখন কোন কিছু বর্ণনা করি তখন সে হিংসায় জ্বলতে থাকে। শেখ সাদী উত্তরে বলে, হিংসা করে একজন দোযখের পথ অবলম্বন করেছে। সে হিংসা করে দোযখে চলে গিয়েছে আর তুমি গীবত বা পরচর্চা করেছ। সে হিংসা করে দোযখে যাচ্ছে আর তুমি গীবত (বা পরচর্চা) করে দোযখে যাচ্ছ। মোটকথা, এই জামাত উন্নতি করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পরের মাঝে দয়া, দোয়া, গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং **'মারহামা'** বিরাজমান না থাকে।" **(মলফূযাত ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬০-৬১। আল্ বদর, ৮ই জুলাই, ১৯০৪)**

এররপর তিনি (আ.) বলেন, **"আমাদের জামাতের উচিত, কোন ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি দেখলে তার জন্য দোয়া করুন। কিন্তু সে যদি দোয়া না করে বলে বেড়ানোর এই ধারা বজায় রাখে তাহলে (সে) পাপ করে। এমন কোন দোষ-ত্রুটি আছে যা দূর হতে পারে না? তাই দোয়ার মাধ্যমে অন্য ভাইকে সাহায্য করা উচিত।" (মলফূযাত ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬০, আল্ বদর, ৮ই জুলাই, ১৯০৪)**

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর জামাতের এই অবস্থা দেখতে চান আর এই অবস্থাই আমাদেরকে নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে, ইনশাআল্লাহ্। খোদা তা'লার কৃপায় জামাত কোন কোন ক্ষেত্রে কুরবানীর মানদণ্ডে অনেক উন্নতি করেছে। বিশ্বস্ততা এবং নিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অনেক উন্নতি করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এতদসত্ত্বেও কিছু ছোটখাটো মন্দ বিষয় রয়েছে যার মধ্যে অন্যের দুর্বলতা রটানো এবং অন্যদের বলে বেড়ানো অন্যতম। কাজেই, এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়া অনেক

প্রয়োজন। কেননা, নবীর যুগের সাথে যখন দূরত্ব বেড়ে যায়, এছাড়া নবীর কাছ থেকে সরাসরি তরবীয়তপ্রাপ্তদের সংখ্যাও ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে আরম্ভ করে। আর এখন তো সবাই গত হয়ে গেছেন। এরপর সেসব তরবীয়তপ্রাপ্ত সাহাবীদের কাছ থেকে কল্যাণপ্রাপ্তদের সংখ্যাও কমতে শুরু করে, এছাড়া আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নবাগতদের সংখ্যাও জামা'তে বেশ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি লাভ করছে; সেক্ষেত্রে দোয়া এবং এস্তেগফারের সাথে এসব বিষয়ের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কাজেই, এ বিষয়গুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয় বরং ধর্মের প্রতিটি আদেশ তা ছোট বা বড় যাই হোক না কেন একে (খোদার) নির্দেশ জ্ঞান করে নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা উচিত এবং তা অবলম্বন করার চেষ্টা করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)